বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

কীসের আশায় আন্দোলন...

রিপোর্ট **বদরুদ্দোজা বাবু**

রাত পৌনে দুইটা। ১ নবেম্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। রাত দেড়টার দিকে প্রতিদিনকার মতো গেটের পাশের পান-সিগারেটের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এর পরপরই তিনটি মাইক্রোবাস এসে থামে হাসপাতালের পূর্বদিকের গেটে। গেটে তখন বেসরকারি সিকিউরিটি সংস্থা জিসিএম-এর সুপারভাইজার বেল্লাল দায়িত্বরত। অস্ত্র হাতে মাইক্রোবাস থেকে নেমে আসে কয়েকজন। স্বাভাবিকভাবেই বেল্লাল ভয় পেয়ে যায়। দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয় গেটের একপাশে। তারপর সন্ত্রাসীরা চালায় তাদের 'কর্মযজ্ঞ'।

পূর্বদিকের দুটি গেটের একটির ওপরে আলোকিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলকটি মই দিয়ে নামিয়ে আনেন রাস্তায়। লেখাটির ওপর বর্ষিত হয় তাদের ক্ষোভ। টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয় ফলকটি। পাশের গেটের নিচে তামার পাত দিয়ে লেখা নামফলকটিও ওঠাতে চেষ্টা করে তারা। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে লেখার ওপরে কালি দিয়ে দেয়। হাসপাতালের ভেতরেও বিভিন্ন ব্লকের গায়ে লেখা নামফলকও তারা মুছে ফেলে। দুই ঘন্টার মতো সময় লাগে তাদের এই অপারেশনে। আশপাশের কয়েকজন দোকানদার ও রোগীর সঙ্গে হাসপাতালে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের অনেকে প্রত্যক্ষ করেছে এ দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শী সবারই প্রশ্ন ছিল, এই সন্ত্রাসী কারা? কিংবা কেনইবা তারা নামফলকের ওপরে হামলা করছে?

এই সাইন বোর্ডটিকে নামিয়ে টুকরো টুকরো করে সন্ত্রাসীরা

পূর্ব দিকের গেটের তামার পাত দিয়ে লেখা নামফলটিও উঠিয়ে নিয়ে যায়

'নাম ফলকের রাজনীতি' পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা না গেলেও আমাদের দেশের রাজনীতিতে তা উপস্থিত। ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজনীতিতে স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থাপনার সঙ্গে যুক্ত করা হয় নেতাদের নাম। পরবর্তীতে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে তাদের প্রথম কাজই হয় গত সরকারের দেয়া নামফলক সরিয়ে নিজেদের নামফলক বসানো। '৯৬-এ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় গিয়ে যে কাজ করেছিল, এবারের বিএনপি সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। চন্দ্রিমা উদ্যানের পরিবর্তে জিয়া উদ্যান নামকরণ করে বর্তমান সরকার এ পরিচয় দিয়েছে। ১ নবেম্বর রাতের ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালেরও একই অবস্থা হবে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় বসার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করে। তাদের দাবি হচ্ছে, আইপিজিএমআর-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল আইপিজিএমআর-কে

‘আমাদের দেশটা আন্দোলনমুখী আন্দোলন ছাড়া কোন কিছু হয় না’

মোঃ আবুল কাশেম

সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

ফ্যাকাল্টি অব ডেনটিসট্রী। দুপুর দেড়টা। এই বিভাগে ওয়ার্ড বয়ের কাজ করেন মোঃ আবুল কাশেম। না তিনি ফ্যাকাল্টিতে নেই। দুইটি সমিতির সভাপতি হবার কারণে তার ব্যস্ততা তো থাকতেই পারে! জানা গেল, তিনি এই বিভাগে আসেন দিনে একবার। সকালের দিকে একবার এসে হাজিরা দিয়ে যান। কর্মচারীদের একজনের কাছে জানা গেল তার মোবাইল। ফোন করলাম তাকে। ওপাশ থেকে তিনি জানালেন আধঘন্টা পরে আসবেন। দেখা হতেই কথা বলার সময় চাইলাম। আবুল কাশেমের ফোন বেঁচে উঠলো। কথা বলা শেষে বললেন, ‘আমি এখন ব্যস্ত সন্ধ্যার দিকে ক্লাবে আসেন।’ সন্ধ্যা সাতটায় সমিতি ঘরে কর্মচারীদের মাঝে আবুল কাশেম। সেখানেই কথা হলো তার সঙ্গে...

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। আপনাদের এই আন্দোলনের ভিত্তি কি?

আবুল কাশেম : কিছু উৎসাহী ডাক্তারের পরামর্শে আওয়ামী লীগ সরকার আইপিজিএমআর-কে স্বায়ত্তশাসিত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে। কর্মচারীদের তখনও সমর্থন ছিল না, এখনও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় হবার পরে এই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। হাসপাতালের সবকিছুতেই এখন সাধারণ রোগীদের খরচ দুই-তিন গুণ বেড়ে গেছে। হাসপাতাল আগে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করলেও এখন আর করে না। এসব নিয়েই আমাদের আন্দোলন। আমরা চাই আবার সরকারি পিজি হাসপাতাল।

২০০০ : কিন্তু ডাক্তাররা সবাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছিলেন এবং আছেন। হাসপাতালের সার্ভিসও ভালো হয়েছে...।

আবুল কাশেম : দুইগুণ, তিনগুণ বেশি টাকা রোগীদের কাছ থেকে নিলে সার্ভিস তো ভালো হবেই। আর যেসব ডাক্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে ছিলেন তাদের এখান থেকে লীগ বদলি করে দিয়েছে। আর যারা পক্ষে বলছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশি পাবেন দেখেই এ কথা বলছেন।

২০০০ : বর্তমান সরকারের সঙ্গে কি এ ব্যাপারে কথা হয়েছে?

আবুল কাশেম : বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাকালীন খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম। তিনি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আইপিজিএমআর-এ ফিরিয়ে দেয়ার। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সরকারের সঙ্গে আলাপ হয়নি।

২০০০ : সরকার তো এখনও আপনাদের বলেনি যে তারা তাদের ওয়াদা পূরণ করবে না। তাহলে আপনারা কেন আন্দোলনে গেলেন?

আবুল কাশেম : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি। আমাদের দেশটা আন্দোলনমুখী। আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছু হয় না। এই যে আপনারা এসেছেন, আন্দোলন করার কারণেই।

২০০০ : সরকার যদি আপনাদের দাবি মেনে না নেয়, তাহলে আপনাদের ভূমিকা কী হবে?

আবুল কাশেম : অবস্থা বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব। দাবি আদায়ের জন্য দরকার হলে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেব। আর যদি দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তাহলে হাসপাতালে ধর্মঘটের ডাক দেব।

২০০০ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, হাসপাতালটি যদি সরকারি হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তখন টাকার বিনিময়ে বেড বরাদ্দ, কেন্টিন দখল, জাগয়া দখলের সুবিধা হয়।

আবুল কাশেম : হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ থাকলে বলতে পারতাম।

২০০০ : চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হয়ে আপনি কীভাবে মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন?

আবুল কাশেম : সমিতির পক্ষ থেকে মোবাইল বিল দেয়া হয়।

২০০০ : অভিযোগ আছে, আপনি ঠিকমত অফিস করেন না। আপনাকে দুইদিন আপনার ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে আমি পাইনি।

আবুল কাশেম : আন্দোলন নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত আছি। তাই একটু কম যাই। তবে মাঝেমধ্যে যাই ফেকাল্টিতে।

বঙ্গবন্ধুর নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে। তখন থেকেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এর বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং আন্দোলন করে। কিছু ডাক্তারও তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যারা সরকারি থাকতে চায় তারা ইচ্ছা করলে সরকারি থাকতে পারবে। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে চায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারবে। ডাক্তারদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরাট এক অংশ সরকারি থেকে যায়। সরকারি হিসেবেই তারা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। এর পরবর্তী সময় আন্দোলন না চললেও বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আন্দোলনের ডাক দেয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরে এখন হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মান পড়ে গেছে এবং সাধারণ রোগীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে– এই

অভিযোগের ভিত্তিতে তারা আবারও আন্দোলন শুরু করেছে। আন্দোলনরত বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ সাবেক পিজি শাখার সভাপতি ও হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোঃ আবুল কাশেম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এটা তো এখন আর হাসপাতাল নেই, ক্লিনিক হয়ে গেছে। ক্লিনিকের মতো বেশি বেশি টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। আর সরকারি থাকার পর আমাদের যে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা ছিল আমরা তা পাচ্ছি না। এসব কারণেই আমাদের আন্দোলন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে আন্দোলন নিয়ে আলাপকালে তারা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় হবার পরে কর্মচারীদের বাড়তি আয়ের পথ কমে গেছে। হাসপাতালটি সরকারি থাকার সময় তারা চাকরির বাইরে অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সে সুযোগ কমিয়ে দিয়েছে। প্রভাব বিস্তার করে তারা চাকরির বাইরে টাকার বিনিময়ে রোগী ভর্তি করতো। কেন্টিন দখল, হাসপাতালের জায়গা দখল তো ছিলই। এছাড়া তাদের আত্মীয়-স্বজনদের হাসপাতালে চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রেও তারা প্রভাব বিস্তার করতো। এসব ক্ষমতা হারানোর কারণে সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ আন্দোলন করছে বলে সূত্র জানায়। আরেকটি সূত্র জানায়, বঙ্গবন্ধুর নামে বিশ্ববিদ্যালয় হোক এটাও সরকারের এক অংশ চায় না।

এক্ষেত্রে ১ নবেম্বরের রাতের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সূত্র জানায়, আন্দোলনরত কর্মচারীরা বাইরে থেকে সন্ত্রাসী নিয়ে এসে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু ২০০০-এর পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সভাপতি আবুল কাশেম অস্বীকার করে বলেন, 'আমাদের বিপদে ফেলার জন্যই বিরোধী পক্ষ এ কাজ করেছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাওয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরও একটি সংগঠন রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ রিয়াজ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এই ঘটনা কে ঘটিয়েছে তা আমরা জানি না এবং কারা ঘটাতে পারে তাও বলতে চাই না। তবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসুক।'

বহির্বিভাগে মুছে ফেলা হয় বঙ্গবন্ধুর নাম

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হবে তা কেউ জানে না। ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত এ কথা বলা যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন ২০০০কে বলেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, একটি স্বায়ত্তশাসিত পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমাদের দাবি পূরণ হয়েছে। মডার্ন কারিকুলাম নিয়ে আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। গবেষণারও প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এ অবস্থায় পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় তা বলা মুশকিল।'

সমিতি অফিসে আবুল কাশেম

আবুল কাশেম ২০০০কে জানান, নির্বাচনের আগে তারা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। খালেদা জিয়া তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে, তার দল ক্ষমতায় গেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আগের আইপিজিএসআর করা হবে। অবশ্য তৎকালীন বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারেও পৃথক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। মূলত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এখন আন্দোলনরত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মাহমুদ হাসানের সঙ্গে দুই দিন চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা আসেন না। বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সদস্যদের হাতে লাঞ্ছিতও হয়েছেন একবার। তার বাসায় ফোন রিং বাজলেও ওপাশ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। মোবাইলও বন্ধ রেখেছেন। সূত্র জানায়, তিনি লাঞ্ছিত হবার ভয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। হাসপাতালের কোথাও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে না। কখন কি হয় এই ভয়ে ডাক্তাররাও শঙ্কিত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলক তুলে ফেলা এবং মুছে ফেলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। রমনা থানার ওসি মোজাম্মেল হোসেন ২০০০কে বলেন, 'এ ব্যাপারে থানায় একটি চুরি মামলা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি দুর্বৃত্তদের ধরতে। তবে এখনও পর্যন্ত সফল হইনি।'

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**